ভাবয়তি? উচ্যতে। যদি কর্ত্তৃনিষ্ঠমপূর্ব্বং স্যাৎ, তর্হি বাসুদেবস্যান্তর্যামিনঃ প্রবর্ত্তকত্বেন মুখ্যকর্ত্তৃত্বাৎ তদাশ্রয়মেবাপূর্ব্বম্। নতু তৎপ্রযোজ্য যজমানাশ্রয়ম্। শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরীতি ন্যায়াৎ। অন্যথা ঋত্বিজামপ্যপূর্ব্বাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদেতদাহ সাক্ষাৎ কর্ত্তরীতি। দেবাশ্রয়ত্বেঽপি বাসুদেবাশ্রয়ত্বমেবেত্যাহ, পরদেবতায়ামিতি পরদেব তাত্বে হেতুঃ, সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং তত্তদ্দেবতাপ্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং যে অর্থা ইন্দ্রাদিদেবতাস্তেষাং নিয়ামকতয়া তস্যৈব প্রসাদনীয়ত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ যুক্তমেবাশ্রয়-নিত্যর্থঃ। এবং ভাবনমেব আত্মনো নৈপুণ্যং কৌশলং তেন মৃদিতা ক্ষীণাঃ কষায়া রাগাদয়ো যস্য। অধ্বর্য্যুভিরিতি বহুবচনং নানাকর্ম্মাভিপ্রায়েণেত্যেষা। অত্র বিষ্ণো-রঙ্গিত্বে প্রাপ্তে যজ্ঞাঙ্গত্বেন তদ্ভজনঞ্চ দোষ ইতি লভ্যতে। অত্র পাদ্মোত্তরখণ্ডে যথা—উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মস্বিতি। পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈষ্ণবমার্গাদ্ ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চরন্তি তে। ইতি। অতো বাস্তববিচারে সর্ব্বএব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবস্যতীতি অভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদক্রূরেণ সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবমহেশ্বরম্! যে নানা দেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো। যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতা বিভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥ ইতি॥ গতয়ে মার্গাঃ। অন্ততো বিচারপর্যবসানেন। অথ দ্বিতীয়ং গদ্যম্—এবং কর্ম্মবিশুদ্ধি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালাদ্বিরদগদাভিরুপলক্ষিতে নিজ-পুরুষহৃল্লিখিতে নাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানবয়া জায়ত ইতি॥ ২২৩॥

আরও বিশেষ বুঝিবার বিষয়—এই যে কর্ম্মফল বস্তুতঃ ভগবদাশ্রিত। কর্ম্মফলের প্রতি জীবের কাহারও কোন অধিকার নাই। তাহাই শ্রীভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার আছে। কারণ, ওর ফলেতে অধিকার নাই। সেই কর্ম্মফল দুর্ব্বুদ্ধি মানব আত্মসাৎ করিয়া নিজে ভোগ করে বলিয়া তুচ্ছফল-প্রাপ্তি ও সংসার-দুঃখ ভোগ করে। যাহার যে বস্তুতে অধিকার নাই, সেই বস্তু ভোগ করিলে বা ভোগ করিবার সঙ্কল্প করিলে তাহার দুর্ভোগ উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্তই। সুধীজন কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া তাহাদের ফলের বৈপরীত্য অর্থাৎ পরমাশান্তি ও সংসার-বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই পঞ্চম স্কন্ধে ৫।৭ অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন।